

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ  
মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

146025 - হামদ ও শুকররে মধ্যে পার্থক্য

প্রশ্ন

হামদ ও শুকররে মধ্যে কী কোন পার্থক্য আছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

হামদ (প্রশংসা) ও শুকর (কৃতজ্ঞতা) এর মধ্যে কী পার্থক্য আছে— এ নিয়ে আলমেগণ দ্বিমিত করছেন:

প্রথম অভিমত: হামদ ও শুকর একই অর্থবোধক; এ দুটোর মাঝে কোন পার্থক্য নাই। ইবনে জারীর আত্‌তাবারী ও অন্যান্য আলমে এ অভিমতটিকে পছন্দ করছেন।

তাবারী (রহঃ) বলেন: "الْحَمْدُ لِلَّهِ এর অর্থ হচ্ছে— শুকরিয়া একনিস্ঠভাবে আল্লাহর জন্য; তিনি ব্যতীত আর যা কিছু উপাসনা করা হয় তাদরে জন্য নয়..."। এরপর তিনি বলেন: "আরবদের ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এমন ব্যক্তিদের মাঝে الحمد لله কথাটির শুদ্ধতার ব্যাপারে কোন দ্বিমিত নাই। যহেতু এ কথাটি তাদরে সকলের কাছে শুদ্ধ; এতে করে স্পষ্ট হয়ে গেলে যে, কখনও شكر (কৃতজ্ঞতার)-এর স্থলে الحمد لله (প্রশংসা আল্লাহর জন্য) বলা হয়। আবার কখনও الحمد (প্রশংসা)-এর স্থলে الشكر (কৃতজ্ঞতা) ব্যবহার করা হয়। কারণ যদি সটো শুদ্ধ না হত তাহলে الحمد لله বলা বৈধ হত না।"[তায়ফসরি তাবারী (১/১৩৮) থেকে সমাপ্ত]

দ্বিতীয় অভিমত: হামদ ও শুকর একই অর্থবোধক নয়। বরং এ দুটোর মাঝে পার্থক্য আছে। এ পার্থক্যগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১। হামদ (প্রশংসা) মুখের সাথে খাস। পক্ষান্তরে শুকর (কৃতজ্ঞতা) এমন নয়। বরং শুকর মুখ, অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে হতে পারে।

২। হামদ (প্রশংসা) কোন নয়োমত বা অনুগ্রহের বিপরীতে যমেন হতে পারে; তমেনকিন কোন কোন অনুগ্রহ ছাড়াও হতে পারে।

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

পক্ষান্তরে, শূকর (কৃতজ্ঞতা) কবেল কোন অনুগ্রহের বিপরীতই হয়ে থাকে।

ইবনে কাছরি (রহঃ) ইবনে জারীর তাবারীর পূর্ববক্ত বক্তব্যকে খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন (১/৩২): যহেতু পরবর্তী আলমেদের অনেকে নকিট মশহুর হল: হামদ (প্রশংসা) হচ্ছে মটখিকিভাবে প্রশংসতির আত্মগত গুণ ও পরার্থমুখী গুণের স্তুতি করা। আর শূকর (কৃতজ্ঞতা) কবেল পরার্থমুখী গুণের ক্ষত্রে হয় এবং যা সম্পাদতি হয় মন, মুখ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মাধ্যমে। কবি বলেন:

أفادتكم النعماء مني ثلاثة ... يدي ولساني والضمير المحجَّبَا

(আমার পক্ষ থেকে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে আমার হাত, আমার মুখ ও লুক্কায়িত অন্তর।)

কিন্তু আলমেগণ এ নিয়েও দ্বিমিত করছেন যে, কোনটি অধিক আম (সার্বিক); হামদ নাকি শূকর? তবে, সূক্ষ্ম নরীক্ষণ হল: এ দুটোর মাঝে আম (সার্বিক) ও খাস (বিশেষ)-এর সম্পর্কদ্বয় বিদ্যমান। যে যে ক্ষত্রে শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয় সে দিক থেকে হামদ শূকরের চেয়ে আম। যহেতু হামদ আত্মগত গুণ ও পরার্থমুখী গুণ উভয় ক্ষত্রে ব্যবহৃত হয়। যমেন বলা হয়: حمدته لفروسيته (আমিতার অশ্ব চালনার প্রশংসা করলাম)। আবার বলা হয়: حمدته لكرمه (আমিতার বদান্যতার প্রশংসা করলাম)। অন্য বিবেচনা থেকে হামদ শূকর-এর চেয়ে খাস। যহেতু হামদ কবেল কথার মাধ্যমে সম্পাদতি হয়। কিন্তু যে যে মাধ্যম দ্বারা হামদ ও শূকর সম্পাদতি হতে পারে সে বিবেচনা থেকে শূকর হামদের চেয়ে আম। যহেতু শূকর কথা, কাজ ও নিয়ত্রে মাধ্যমে সম্পাদতি হয়; যমেনটি পূর্ববো বলা হয়েছে। আবার যহেতু শূকর কবেল পরার্থমুখী গুণের ক্ষত্রেই ব্যবহৃত হয় তাই এ দিক থেকে শূকর হামদের চেয়ে খাস। যমেন এভাবে বলা যায় না যে, شكرته لفروسيته (আমিতার অশ্বচালনার জন্য শূকরীয়া (কৃতজ্ঞতা) করলাম)। তবে, আপন বিলতে পারনে: شكرته على كرمه وإحسانه إليّ (আমার প্রতি তার বদান্যতা ও অনুগ্রহের জন্য আমি তাকে শূকরীয়া জানালাম)। পরবর্তী কোন কোন আলমে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন এই বক্তব্য সে সিদ্ধান্তের সারকথা।[সমাপ্ত]

এর উপর ভিত্তি করে আবু হালিল আল-আসকারি এ দুটোর মাঝে পার্থক্য নরূপণ করছেন। তিনি বলেন: "হামদ ও শূকরের মধ্যে পার্থক্য: হামদ হচ্ছে মুখে ভাল কছির স্তুতি করা; সটো কোন উত্তম গুণের সাথে সম্পৃক্ত হোক, যমেন- ইলম কথিবা কোন অনুগ্রহের সাথে সম্পৃক্ত হোক, যমেন- সদাচরণ।

আর শূকর: এমন কর্ম যা অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহের প্রক্ষেপিতে উৎসারিত হয়; চাই সটো হোক মটখিকি স্তুতি, কথিবা বশ্বাস, কথিবা অন্তরে ভালবাসা, কথিবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কোন কর্ম বা সবা।

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

জনকৈ কবী এ পার্থক্যগুলোকে তার কথায় এভাবে লিখিছেন..[এরপর তিনি পূর্ববোক্ত পংক্তিটি উল্লেখ করছেন]।

সুতরাং হামদ হচ্ছে আম (সার্বিক); যহেতু হামদ অনুকম্পা ও অন্য বিষয়কেও অন্তর্ভুক্ত করে। আবার মাধ্যমের বিবেচনা থেকে খাস (বিশেষ)। যহেতু তা কেবল মৌখিকভাবেই সম্পাদিত হয়। আর শুরর এর বিপরীত। যহেতু শুররে সংশ্লিষ্টতা কেবল অনুগ্রহের সাথে, তবে শুররে মাধ্যম কথা ও অন্য কিছুও হতে পারে। তাই এ দুটোর মাঝে সম্পর্ক হচ্ছে এক দিক থেকে আম (সার্বিক); অন্যদিক থেকে খাস (বিশেষ)। কোন ভাল গুণের মুখ দিয়ে স্তুতি করলে সেক্ষেত্রে এ দুটোর মিলন ঘটে। আবার বিচ্ছিন্নে ঘটে এমন ক্ষেত্রে; যমেন কারণে 'ইলম' থাকার স্তুতির ক্ষেত্রে কেবল 'হামদ' এবং কোন ভাল গুণের কারণে কাউকে ভালবাসার ক্ষেত্রে কেবল 'শুরর'-এর ব্যবহার।[আল-ফুরুক আল-লুগাওয়ায়িয়াহ (২০/২২০)]

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) 'মাদারজিস সালকৌন' গ্রন্থে (২/২৪৬) বলেন:

"শুরর; এর প্রকার ও কারণগুলো বিবেচনার দিক থেকে আম। আর যে বিষয়গুলোর সাথে সম্পৃক্ত সে বিবেচনা থেকে খাস। অন্যদিকে হামদ এর সম্পৃক্ত বিষয়গুলোর বিবেচনা থেকে আম এবং কারণগুলোর বিবেচনা থেকে খাস।

এ কথার অর্থ হচ্ছে: শুরর অন্তর দিয়ে সম্পাদিত হয়; অন্তর বিনীত হওয়া ও নত হওয়ার মাধ্যমে, মুখ দিয়ে সম্পাদিত হয়; মৌখিক স্তুতি ও স্বীকৃতির মাধ্যমে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মাধ্যমে সম্পাদিত হয়; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনুগত ও নত হওয়ার মাধ্যমে। আর শুররে সাথে সম্পৃক্ত বিষয় হচ্ছে অনুগ্রহ; আত্মগত গুণাবলী নয়। তাই এভাবে বলা যায় না: **شكرنا الله على** **حياته وسمعته وبصره وعلمه** (আল্লাহর জীবন, তাঁর শ্রবণশক্তি, তাঁর দৃষ্টিশক্তি ও তাঁর জ্ঞানের কারণে আমরা তাঁর শুররী বা কৃতজ্ঞতা জানালাম)। কিন্তু তিনি তাঁর এ সকল গুণের জন্যেও হামদপ্রাপ্য বা প্রশংসিত; যমেনভাবে তিনি তাঁর অনুগ্রহ ও ন্যায্যতার জন্যেও হামদপ্রাপ্য বা প্রশংসিত।

আর শুরর হয় অনুগ্রহ ও দয়ার ক্ষেত্রে। তাই যা কছির সাথে শুরর সম্পৃক্ত ঐ সব বিষয়ের সাথে হামদও সম্পৃক্ত; কিন্তু বিপরীতটা নয়। আর যে যে মাধ্যম দিয়ে হামদ প্রকাশ করা যায় সে সে মাধ্যম দিয়ে শুররও প্রকাশ করা যায়; কিন্তু বিপরীতটা নয়। যহেতু শুরর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মাধ্যমেও করা যায়; কিন্তু হামদ কেবল অন্তর ও কথা দ্বারা করা যায়।[সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।